ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ২ বৈশাখ ১৪২৫, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বাংলা নববর্ষ-১৪২৫ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য সহ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি তাদের সুখ-শান্তি, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন। অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান একইসাথে ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশে সুশৃঙ্খলভাবে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য সর্বস্তরের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্‌যাপন কমিটি' গৃহীত সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিএনসিসি, রোভার, রেঞ্জার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, র‍্যাব ও বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও গণমাধ্যমসহ সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য উপাচার্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

গত ৮ এপ্রিল ২০১৮ দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনের বর্বরোচিত হামলার আংশিক চিত্র

উপাচার্য ভবনে হামলা, ভাঙচুর এবং সপরিবারে উপাচার্যকে হত্যা প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলা, ভাঙচুর এবং সপরিবারে উপাচার্যকে হত্যার অপচেষ্টা চালানোর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, শিক্ষক সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পরে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে এক র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এসে শেষ হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপাচার্য ভবনে বর্বরোচিত হামলা, ভাঙচুর এবং সপরিবারে উপাচার্যকে হত্যার যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ৭-দিনের মধ্যে অপরাধীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে সকাল ১০টায় উপাচার্য ভবনে বর্বরোচিত হামলা, ভাঙচুর এর প্রতিবাদে উপাচার্য ভবনের সম্মুখে যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনের বর্বরোচিত হামলার ধ্বংসযজ্ঞ পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা)-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

ঢাবি সিন্ডিকেট-এর সভায় উপাচার্যের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ৯ এপ্রিল ২০১৮ সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ কনফারেন্স রুমে এক জরুরী সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

সিন্ডিকেট সভায় উপাচার্যের বাসভবনে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজসহ অরাজক এবং বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। উপাচার্য পুলিশি বল প্রয়োগ ব্যতীত ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সমগ্র ঘটনা সামাল দেয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

সিন্ডিকেটের সভা মনে করে হামলার এই ঘটনা অত্যন্ত পরিকল্পিত। উপাচার্যের বাসভবনে হামলা, উপাচার্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির একটি অপপ্রয়াস। সভা আরো মনে করে যে, কোটা সংস্কার আন্দোলন উপাচার্যের বাসভবনে হামলার সাথে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। সিন্ডিকেটের এ সভা উপাচার্য ভবনে হামলাকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায় এবং একইসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ও ক্যাম্পাসে অধিকতর নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়। উপাচার্যের বাসভবনে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজসহ অরাজক এবং বর্বরোচিত ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্যরা হলেন- আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডীন ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মাকসুদ কামাল, ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সিন্ডিকেট সদস্য মোসাম্মৎ নীলিমা আকতার, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এস. এম. বাহালুল মজনুন এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহ।

এই তদন্ত কমিটিকে বর্ণিত ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও দোষীদের চিহ্নিত করে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছে।

সিন্ডিকেটের এই সভা কোটা সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের প্রতি সাড়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলা, ভাঙচুর এবং সপরিবারে উপাচার্যকে হত্যার অপচেষ্টা চালানোর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, শিক্ষক সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ছবিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

নিজের ও পরিবারের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়লেও শিক্ষার্থীদের জীবনের কথা ভেবে সেদিন পুলিশ ডাকিনি- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৮ এপ্রিল মধ্যরাতের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে বলেছেন - নিজের ও পরিবারের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়লেও ভবনের বাইরে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের কথা ভেবে সেদিন পুলিশের সহযোগিতা নেইনি। গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'উপাচার্যের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সংহতি প্রকাশ' অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, সিনেট সদস্য মো. আলাউদ্দিন, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৮ এপ্রিল মধ্যরাতে বাসভবনে হামলার ঘটনাকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশকে অশান্ত করার চক্রান্ত বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসীরা প্রাণনাশের উদ্দেশ্যেই এই হামলা ও তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপাচার্য ভবনে নারকীয় হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। বক্তারা ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে ধন্যবাদ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলা, ভাঙচুর এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ সকাল ১০টায় উপাচার্য ভবনের সম্মুখে মানববন্ধন পালন করে। মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর ও সাধারণ সম্পাদক একেএম আবু মুছা চৌধুরীসহ এসাসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর-এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন যৌথভাবে গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল বের করে। পরে উপাচার্য ভবনের সম্মুখে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর ও সাধারণ সম্পাদক একেএম আবু মুছা চৌধুরী, কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. আব্দুল কাদের ও সাধারণ সম্পাদক মজুমদার মো. মকবুল হোসেন, কারিগরী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক ও সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব সরকার এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান ও সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া সহ সংগঠনগুলোর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন : শিক্ষায় করণীয়, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা' শীর্ষক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে "বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন : শিক্ষায় করণীয়, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন গত ১ এপ্রিল ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি প্রধান অতিথি এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. অহিদুজ্জামান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল মালেক এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান সম্মেলনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষাখাতের উন্নয়নে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার পেছনে না ছুটে সামস্টিক সুযোগ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

উল্লেখ্য, দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ১৩৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠান গত ১ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, সাবেক সংসদ সদস্য কবি রুবি রহমান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর এডভোকেট এম এ হামিদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো: শাহজাহান। আরও উপস্থিত ছিলেন কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো: সেলিম মিয়া। ছবিতে অতিথিদের সাথে নব-নির্বাচিত পরিষদের সদস্যদের দেখা যাচ্ছে।

তরুণদের যোগ্যতার ঘাটতি নেই, সুযোগ দিলে অনন্য স্বাক্ষর রাখবে-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, এদেশের তরুণদের মেধা ও যোগ্যতার কোনো ঘাটতি নেই। সুযোগ করে দিলে তারা সারা বিশ্বে মেধার অনন্য স্বাক্ষর রাখতে পারবে। আর সে কাজটিই এই বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই করে যাবে বলে আশা রাখি। গত ১০ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য আরও বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেধাবী সন্তানেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। অর্থের অভাবে তারা কোনোভাবেই যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য অ্যালামনাই বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। এর নেপথ্যে একটি চেতনা ও দর্শন রয়েছে।

অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট মোল্লা মো. আবু কাওছার, সাংগঠনিক সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু, অর্থ কমিটির আহ্বায়ক আনোয়ারুল আলম পারভেজ, কোষাধ্যক্ষ দেওয়ান রাশেদুল হাসান প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের নবীন বরণ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩১ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি এবং মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের পরিচালক খাজা নারগীছ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানকে স্যার এ. এফ. রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানকে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ. এফ. রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার ১৯৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত ১ম স্ট্যাটিউটস-এর ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী উপাচার্য মহোদয় তাঁকে এই নিয়োগ প্রদান করেন।

অধ্যাপক মাহবুবার রহমান খানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মাহবুবার রহমান খান বার্ধক্যজনিত কারণে গত ১৩ মার্চ ২০১৮ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

অধ্যাপক মাহবুবার রহমান খানের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক মাহবুবার রহমান খান ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ইংল্যান্ডের লিভারপুল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

অধ্যাপক মাহবুবার রহমান খান ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যারয় থেকে ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান মৃত্যুকালে এক ছেলে, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

কাকন বিবি-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক কাকন বিবি-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, একাত্তরে অনন্য সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কাকন বিবি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে শুধু গুপ্তচর হিসেবেই কাজ করেননি, সম্মুখযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর অনবদ্য ভূমিকার জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কাকন বিবি নৃ-গোষ্ঠী খাসিয়া সম্প্রদায়ের এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাকন বিবি তিন দিনের কন্যাসন্তান সখিনাকে রেখে যুদ্ধে চলে যান। তিনি প্রায় ২০টি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৬ সালে তাকে বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কাকন বিবি গত ২১ মার্চ ২০১৮ সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর।

পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা

পাণ্ডুলিপি মানব সভ্যতার মূল্যবান সম্পদ-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে "পাণ্ডুলিপি" বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী এক কর্মশালা সম্প্রতি গ্রন্থাগারের সাইবার সেন্টারের অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সৈয়দা ফরিদা পারভীন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান সৈয়দ আলী আকবর।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাণ্ডুলিপিকে মানব সভ্যতার মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করে উপাচার্য বলেন এসব পাণ্ডুলিপিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে গত ১৫ মার্চ ২০১৮ সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 'সমকালীন ঢাকা' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন নগর গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তৃতায় অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক শহর ঢাকা'র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরে সমকালীন ঢাকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এছাড়াও একজন নগর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর প্রবন্ধে উঠে এসেছে বর্তমান ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা, ভৌগোলিক পরিসরের বিস্তৃতি, অর্থনীতি, পরিবহন, আবাসন ও সর্বোপরি সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মার্চ মাসে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ঢাকার ইতিহাসের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সাথে বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, জগন্নাথ হল, তৎকালীন ইকবাল হল এ-সবই সম্পৃক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' বিষয়টি পড়া ও জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এক ও অভিন্ন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। স্মরণ করা হয় ইতিহাস বিভাগের শহীদ বুদ্ধিজীবী ও প্রয়াত শিক্ষকদের। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সাল থেকে ইতিহাস বিভাগের আয়োজনে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বিএসএস (সম্মান) শ্রেণীর ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ এবং ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের এম.এস.এস. শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত রি সং হিউন গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় দূতাবাসের কাউন্সিলর প্যাক কিয়ং হুল তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশ-উত্তর কোরিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বাংলা ভাষা কোর্সে দূতাবাস কর্মকর্তাদের ভর্তির সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত উপাচার্যের সহযোগিতা চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি দু'দেশের জনগণের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে যোগাযোগ ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়ায় অনুষ্ঠেয় শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাষ্ট্রদূত একটি আমন্ত্রণপত্র উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেন।

জার্মানির অধ্যাপকদ্বয়

জার্মানির ড্রেসডেন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জোচেন স্যানজি (Prof. Dr. Jochen Schanze) এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ মল্লিক গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সভায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের "সিওএসটি অ্যাকশন" এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও আলোচনা হয়। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করায় অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

এর আগের দিন 'জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, রিজিলিয়েন্স ও মাইগ্রেশন' শীর্ষক একটি বিশেষজ্ঞ আলোচনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় সফররত জার্মানির ড্রেসডেন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জোচেন স্যানজি ও ড. বিশ্বজিৎ মল্লিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ভারতীয় অধ্যাপকদ্বয়

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি মান্দি'র অধ্যাপক ড. সুব্রত ঘোষ এবং ড. মোহাম্মদ তালহা গত ৮ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো: শরিফুল ইসলাম, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামাল এবং আইসিটি সেলের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি মান্দি'র মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত রি সং হিউন গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জার্মানির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন (Technische University Dresden)-এর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জোচেন স্যানজি (Prof. Dr. Jochen Schanze) এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ মল্লিক গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি মান্দি'র অধ্যাপক ড. সুব্রত ঘোষ এবং ড. মোহাম্মদ তালহা গত ৮ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

'বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার গত ১৮ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ. টি. ইমাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিনোয়া কেনরিও।

প্রধান অতিথির ভাষণে এইচ. টি. ইমাম বলেন, বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত আমাদের সংবিধান সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় উৎসব এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য নিশ্চিত ও সুরক্ষা করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে সকল ধর্মের মানুষের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রথমবারের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের জন্য আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আজকের এই সেমিনার থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ আসবে, তা বাস্তবায়িত হবে।

সেমিনারে অন্যান্য বক্তারা সাম্প্রতিকালে মিয়ানমারে সংখ্যাগুরু বুদ্ধিস্ট কর্তৃক সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতা চালানো হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

লোকনাথ সেবা সংঘ'র এর উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে 'রজত জয়ন্তী, পুনর্মিলনী, কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা, নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণচন্দ্র চন্দ এমপি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দির-এর সভাপতি পঙ্কজ নাথ এমপি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উপদেষ্টা সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার। ছবিতে অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে।

উপাচার্য ভবনে হামলা, ভাঙচুর

(১ম পৃষ্ঠার পর) অফিসার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন মানববন্ধন পালন করে। মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর ও সাধারণ সম্পাদক একেএম আবু মুছা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. আব্দুল কাদের ও সাধারণ সম্পাদক মজুমদার মো. মকবুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক ও সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান ও সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া সহ সংগঠনগুলোর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এক জরুরী সভার মাধ্যমে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। একইসাথে এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানিয়েছে। বিভাগের পক্ষ থেকে তিন দিনব্যাপী কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় এবং গত ১১ এপ্রিল ২০১৮ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজীসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন বিভাগে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ

উপাচার্য মহোদয় সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করেছেন। সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো: জোবায়ের আলমকে বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সালমা নাসরীন। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন একই বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান। ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক ড. কাজল কৃষ্ণ ব্যানার্জীকে একই বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আইন বিভাগে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিভাগীয় অধ্যাপক ড. নাইমা হক।

প্রতিবন্ধীদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডাউন সিনড্রোম শিশু সহ সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, এ ব্যাপারে সর্বত্র ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উপলক্ষে গত ২১ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল এবং আমদা বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি পালন করা হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "What I bring to my community".

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সরদার এ. নাঈম এবং আমদা ইন্টারন্যাশনাল জাপানের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর কাজুকো তাকেতানি (Kazuko Taketani) বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান সরদার এ রাজ্জাক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শরীরে ক্রোমোজমের একটি বিশেষ অবস্থার কারণে শিশুরা ডাউন সিনড্রোমের মত প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। এ ধরণের শিশুকে অবহেলা না করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের প্রতি যত্নশীল ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

ডাউন সিনড্রোম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখায় দেশের ৮জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত "ডাউন সিনড্রোম ভয়েস"-এর তৃতীয় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরে ডাউন সিনড্রোম শিশুদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান র‌্যালির নেতৃত্ব দেন।

কোটা সংস্কারের দাবির প্রতি উপাচার্যের সংহতি প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বলেছেন, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই কোটা পদ্ধতি সংস্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অবিলম্বে ঘোষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতোমধ্যেই সরকারের উচ্চমহলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। গত ১১ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং-এ তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য কোটা সংস্কার সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বদা শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবির পক্ষে রয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মাঝে ঢুকে যাতে আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত এবং অঘটন ঘটাতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্যও আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে যাবে বলেও তিনি ঘোষণা দেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিবস এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২ এপ্রিল ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারজানা আহমেদ এবং কারুশিল্প বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানাতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীতে শিশুদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করায় অভিভাবকদের উপাচার্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, উৎসাহ ছাড়া ভাল কাজ সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় এই শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি গ্রুপে শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রত্যেক গ্রুপের সেরা ১০জন করে মোট ৩০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রথম আলো ১৩তম নাফিয়া গাজী আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অর্থনীতি বিভাগ

প্রথম আলো ১৩তম নাফিয়া গাজী আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ। রানারআপ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ। ফাইনালের শ্রেষ্ঠ বক্তা অর্থনীতি বিভাগের শাহরিয়ার আহমেদ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস)-এর আয়োজনে গত ১৮ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে তিন দিনব্যাপী বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান, রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতাউর রহমান প্রধান। প্রতিযোগিতায় ফাইনাল রাউন্ডে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন ডিইউডিএসের মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। সভাপতিত্ব করেন ডিইউডিএসের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দীক এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পান। খাবারে পর্যাপ্ত ক্যালরি নিশ্চিত করা যায়নি, আট ঘণ্টা ঘুমের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়নি। এরপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার শিক্ষার্থীরা স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করে বিশ্বের অনেক নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হচ্ছেন।

প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮টি বিভাগ অংশ নেয়।

অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান ফাউন্ডেশন বৃত্তি পেলেন ৭ শিক্ষার্থী

লেখাপড়ায় সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৭জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান ফাউন্ডেশন' বৃত্তি লাভ করেছেন। গত ২ এপ্রিল ২০১৮ সামাজিক বিজ্ঞান ভবনস্থ মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এম আসাদুজ্জামান ফাউন্ডেশন এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোশাররফ হোসেন ভূইয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রয়াত অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের সহধর্মিণী মিসেস ফাতেমা জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আসাদুজ্জামান ফাউন্ডেশন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো: মাহমুদ-উল-হাসান, ফারিহা ফিরোজ, আবু মুছা, মো: শরিফুল ইসলাম, আফরিন ক্যাথি, মো: কামরুল ইসলাম এবং এম ইমরুল হাসান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান ২০০৮ সালের ২৮ মার্চ ইন্তেকাল করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেমিনারমালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেমিনারমালা গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ মমতাজুর রহমান তরফদার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনারমালার উদ্বোধন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রস্থল' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন। 'মধুর কেন্টিন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক মুক্তিসংগ্রামের সুতিকাগার' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান, আলোচনা করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজল কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত অনেক বড়। ঐতিহাসিক এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী আন্দোলন সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন। ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও প্রাঙ্গনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এই প্রাঙ্গণ ও স্থাপনায় গ্রহণ করা হয়েছিল নানা কর্মসূচী। সেইসব ভূমিকা বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা আজ দরকার, এটি তুলে ধরার জন্য এই ধরণের গবেষনা কার্যক্রম গ্রহণ একটি মহতি উদ্যোগ। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক। এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রকে উপাচার্য ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, এর আগে উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সংস্কারকৃত কক্ষ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। এছাড়া কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (http://carh.du.ac.bd) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

এসিআই-আবদুল মুকিত ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসী অনুষদে প্রতিষ্ঠিত 'এসিআই-আবদুল মুকিত ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধির জন্য এসিআই ফাউন্ডেশনের চীফ অপারেটিং অফিসার এম মহিবুজ জামান এসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক গত ১১ মার্চ ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

কোষাধ্যক্ষ দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এই মূলধন বৃদ্ধির জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫